গুনাহ মাফের উপায়

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

অর্পণ

লেখালেখির অভ্যাসটা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে না পেলেও এর জন্য যে-রসদ দরকার তার জোগানের শতভাগই পেয়েছি মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছ থেকে। আমার বাবা একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ও মা একজন শিক্ষিতা নারী হওয়ায় তারা সবসময়ই জ্ঞানের মর্যাদা বুঝতেন। তাই দুআ, পরিবেশ তৈরি, মানসিক সমর্থন, উৎসাহ—সবদিক থেকেই জ্ঞানার্জনের পথ মসৃণ করতে তাদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন আমার জন্য।

আল্লাহ তাআলা আমার মা-বাবাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমার জীবনে লেখা প্রথম বইটি আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যের, বিশেষ করে মা-বাবার, পরকালীন নাজাতের অসিলা হিসেবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পেশ করছি।

মা—আফরোজা খানম আরজু

বাবা—আবদুশ শহিদ খান

হে আল্লাহ, তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করো এবং পরকালে নাজাতের অসিলা করো। আমীন।

সূচিপত্র

গুনাহ পরিচিতি

ভূমিকা ২৩

গুনাহ কাকে বলে? ২৬

গুনাহের প্রকারভেদ ২৭

কবীরা গুনাহের তালিকা ২৭

[ক] অন্তরের কবীরা গুনাহ ২৮

[খ] জ্ঞান ও জিহাদ সংক্রান্ত কবীরা গুনাহ ২৯

[গ] ইবাদতের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহ ৩০

[ঘ] শাসন-প্রশাসন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহ ৩১

[ঙ] পারস্পরিক সম্পর্ক-বিষয়ক কবীরা গুনাহ ৩৩

[চ] চারিত্রিক কবীরা গুনাহ ৩৫

আমাদের জীবনে গুনাহের কুপ্রভাব ৪০

১. জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া ৪১

২. রিযিক থেকে বঞ্চিত হওয়া ৪৩

৩. আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া ৪৩

৪. অন্তর মরে যাওয়া ও অপমানিত হওয়া ৪৪

৫. পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া ৪৫

৬. সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্ত্বিক রোগে ভোগা ৪৬

৭. মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া ৪৬

৮. লজ্জা-শরম কমে যাওয়া ৪৭

৯. আল্লাহর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া ৪৮

১০. মানুষের সাথে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হওয়া ৪৮

১১. দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া ৪৮
১২. গুনাহ জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয় ৪৮
১৩. আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ৪৯
১৪. গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় ৪৯
১৫. গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায় ৪৯
১৬. গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয় ৫০

সব গুনাহ কি মাফ হয়? **৫০**

গুনাহ মাফের উপায়ের প্রকারভেদ **৫৪**

উপলক্ষ্যযুক্ত উপায় ৫৪
উপলক্ষ্যহীন উপায় ৫৫

গুনাহ মাফের পন্থাসমূহ

১. ইস্তিগফার করা ৫৭
২. মুমিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা ৬৯
৩. তাওবা করা ৭৩
৪. ইসলামী দণ্ড ভোগ করা ১০৫
৫. কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা ১০৭
৬. না দেখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ১০৮
৭. ঈমান আনা ও সৎকর্ম করা ১০৯
৮. ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন করা ১১০
৯. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অসিলায় ক্ষমাপ্রার্থনা করা ১১১
১০. আল্লাহকে ভালোবাসা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করা ১১১
১১. শিরকমুক্ত জীবন গড়া ও সাধ্যানুযায়ী আমল করা ১১২
১২. আল্লাহর সাথে নেক আমলের ব্যবসা ১১৩
১৩. নেক কাজ করা ১১৪

১৪. ধৈর্যধারণমূলক সৎকর্ম করা ১১৯
১৫. শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকা অবস্থায় আমল পেশ হওয়া ১২০
১৬. তাকওয়া অবলম্বন করা ও হক কথা বলা ১২০
১৭. জিহাদ করা ১২১
১৮. মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা ১২২

গুনাহ মাফের আমলসমূহ

যে আমলগুলো পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেয় ১২৬

১. অজু করা ১২৬
২. সুন্দরভাবে অজু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করা ১২৬
৩. সালাতের সময় হলে উত্তমরূপে অজু করে সালাত আদায় করা ১২৮
৪. ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা ১২৯
৫. রুকূ থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৩০
৬. রামাদানের সিয়াম পালন করা ১৩০
৭. রামাদানে কিয়ামুল লাইল আদায় করা ১৩১
৮. লাইলাতুল কদরের সালাত আদায় করা ১৩১
৯. ইসলাম গ্রহণ করা ১৩২
১০. হিজরত করা ১৩৪
১১. হজ করা ১৩৪
১২. খাওয়া-দাওয়ার পর নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৩৪
১৩. কাপড় পরার সময় নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৩৫

যে আমলগুলো বান্দাকে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেয় ১৩৫

১. অজু করে সালাত আদায় করা ১৩৫
২. সালাত আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা ইত্যাদি ১৩৬

৩. বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায় করা ১৩৮
৪. হজ করা ১৩৮
৫. রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহর প্রশংসা করা ১৪০

যে আমলগুলো সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহও মিটিয়ে দেয় ১৪০

১. প্রত্যেক সালাতের পর নির্ধারিত যিকির নির্দিষ্টবার পাঠ করা ১৪০
২. নির্দিষ্ট যিকির ১০০ বার পাঠ করা ১৪১
৩. বিছানায় ঘুমাবার সময় নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৪১
৪. নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৪২
৫. ফজরের পর ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ১৪৩

যে আমলে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহও মাফ হয় ১৪৪

যে আমলগুলো বান্দার গুনাহ সাধারণভাবে মাফ করিয়ে দেয় ১৪৫

১. আযান শুনে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ ১৪৫
২. অজু করা ১৪৬
৩. অজু করে সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করা ১৪৭
৪. সালাতের জন্য আযান দেওয়া ১৪৯
৫. সালাত সম্পর্কিত তিনটি কাজ করা ১৫০
৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ১৫১
৭. মাগরিব ও ফজর সালাতের পর নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৫২
৮. জুমআর সালাত আদায় করা ১৫২
৯. কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সালাত) আদায় করা ১৫৩
১০. যে-কোনো সময় দুই রাকআত সালাত আদায় করা ১৫৪
১১. গুনাহ হয়ে গেলে অজুসহ দুই রাকআত সালাত আদায় করে ইস্তিগফার করা ১৫৫
১২. আল্লাহর জন্য সিজদা প্রদান ১৫৫
১৩. রামাদানে ইবাদত করা ১৫৬
১৪. উমরা করা ১৫৮

১৫. হজের বাহনের পা ওঠানামা করা ১৫৮
১৬. হজ ও উমরা পরপর করা ১৫৯
১৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী স্পর্শ করা ১৫৯
১৮. কাবাঘর তাওয়াফ করা ১৬০
১৯. আরাফাত দিবসে সিয়াম পালন করা ১৬১
২০. মুহাররমের ১০ তারিখে সিয়াম রাখা ১৬২
২১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করা ১৬২
২২. দান-সাদাকা করা ১৬৩
২৩. ইসলামী মজলিসে ও যিকিরে বসা ১৬৪
২৪. মজলিস শেষে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা ১৬৬
২৫. মুসাফাহা করা ১৬৮
২৬. জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া ১৬৯
২৭. মানুষের কল্যাণ করা বা কষ্ট দূর করা ১৭০
২৮. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্র হয়ে তাঁকে স্মরণ করা ১৭০
২৯. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা ১৭১
৩০. নিম্নোক্ত যিকির ও তাসবীহ পাঠ করা ১৭২
৩১. নিম্নোক্ত দুআটি ১০০ বার পাঠ করা ১৭২
৩২. নিম্নোক্ত কয়েকটি বাক্য পাঠ করা ১৭৩
৩৩. সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ ১০ বার পড়া ১৭৪
৩৪. তাশাহহুদ শেষে সালাত সমাপ্ত করার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পড়া ১৭৫
৩৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ১৭৬
৩৬. বালা-মুসিবতে পতিত হলে গুনাহ মাফ হয় ১৭৭
৩৭. রোগ-বালাই হওয়া ১৮০
৩৮. রোগাক্রান্ত হয়ে বা রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করা ১৮২
৩৯. সম্পর্কচ্যুত দুই ব্যক্তির মধ্যে কথা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করা ১৮২
৪০. সালাম প্রদান করা ও সুন্দর কথা বলা ১৮৩

৪১. সূরা মুলক তিলাওয়াত করা ১৮৩
৪২. ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে উদার হওয়া ১৮৪
৪৩. ঋণ মাফ করে দেওয়া ১৮৪
৪৪. শহিদ হওয়া ১৮৫
৪৫. জানাযায় একশো মুসলিমের উপস্থিতি ও মৃতের জন্য দুআ করা ১৮৭
৪৬. নিজ বাড়ি থেকে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া ১৮৭
৪৭. শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিছু দান করা ১৮৭
৪৮. চুল সাদা হওয়া ১৮৮

গুনাহ মাফের দুআ

কুরআনে বর্ণিত গুনাহ মাফের দুআ

ক্ষমাপ্রার্থনা সংক্রান্ত দুআসমূহ ১৮৯
ভুলবশত কোনো অপরাধ হয়ে গেলে তা থেকে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ ১৯১
কোনো কাজ সহজ, ত্রুটিমুক্ত ও বরকতপূর্ণ হওয়ার দুআ ১৯১
জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচার দুআ ১৯২
জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার দুআ ১৯২
আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ ১৯৩
নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দুআ ১৯৩
অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয় কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার দুআ ১৯৪
নিয়মিত মুসল্লী হওয়া ও সকল মুসলিমের জন্য দুআ (ইবরাহীম ﷺ-এর দুআ) ১৯৪
আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ ১৯৪
হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দুআ ১৯৫
কাফিরদের ওপর বিজয় লাভ করার জন্য দুআ ১৯৫
ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ১৯৫
বালা-মুসিবতের সময় মুমিনদের রক্ষা ও জালিমদের ধ্বংসের জন্য নূহ ﷺ-এর দুআ ১৯৬
পাপের ক্ষমা চেয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দুআ ১৯৬

হাদীসে বর্ণিত গুনাহ মাফের বেশকিছু দুআ

সকল সালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ	১৯৭
রাত্রিকালীন সালাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ্য দুআ	১৯৭
সালাতে রুকূ ও সিজদার দুআ	১৯৯
নবীজি ﷺ যে দুআটি বেশি বেশি পড়তেন	২০০
দুই সিজদার মাঝখানে পঠিত দুআ	২০০
সালাতে সালাম ফেরানোর পূর্বে পঠিত দুআ	২০০
সালাম ফেরানোর পর পঠিত দুআ	২০১
বিত্‌র-এর দুআ	২০২
জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ	২০২
মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দুআ	২০৪
মেজবানের জন্য মেহমানের দুআ	২০৪
ক্ষমাপ্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দুআ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার	২০৪
মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির দুআ	২০৫
কেউ প্রশংসা করলে বলতে হয়	২০৫
শিরক থেকে বাঁচার দুআ	২০৫
লাইলাতুল কদরের দুআ	২০৬
পশুর পিঠে আরোহণের দুআ	২০৬
বৈঠকে বসে যে-দুআ পড়তে হয়	২০৬
বৈঠক শেষের দুআ	২০৭
আহারের পর এই দুআ পাঠ করা	২০৭
কাপড় পরার সময় এই দুআ পাঠ করা	২০৮
ঘুমাবার সময় বিছানায় শুয়ে এই দুআ পাঠ করা	২০৮
ইস্তিগফার ও তাওবা সংবলিত দুআ পাঠ	২০৮
আযান শুনে এই দুআ পড়া	২০৯

নির্দিষ্ট যিকির ও তাসবীহ পাঠ করা ২০৯
মজলিস শেষে এই দুআ পাঠ করা ২০৯
সালাত শেষ করার পূর্বে এই দুআ পড়া ২১০
উপসংহার **২১১**
গ্রন্থপঞ্জি **২১৩**
লেখক পরিচিতি **২১৮**

গুনাহ মাফের আমলসমূহ

যে আমলগুলো পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেয়

ইসলামে এমন কিছু আমল রয়েছে যেগুলোর কোনো একটি যিনি করবেন তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নে সে-সব আমলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. অজু করা

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখানো পদ্ধতিতে অজু করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। একদিন তৃতীয় খলীফা উসমান ﷺ অজু করার পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই অজু করতে দেখেছি। অতঃপর বললেন—

مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَكَانَتْ صَلَاتُه وَمَشْيُه إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

যে-ব্যক্তি এরূপ অজু করবে, তার পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হবে এবং তার সালাত ও মসজিদের দিকে চলার সাওয়াব অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে।[১]

২. সুন্দরভাবে অজু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করা

উত্তমরূপে অজু করলে যেমন গুনাহ মাফ হয় তদ্রুপ কেউ যদি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দুই রাকআত সালাত আদায় করে তাহলেও তার বিগত জীবনের সকল

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৫৬৬

পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যায়দ ইবনু খালিদ আল-জুহানী ﷺ বলেন, নবীজি ﷺ বলেছেন—

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَه ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيْهِمَا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

যে-ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করে, অতঃপর একাগ্রচিত্তে নির্ভুলভাবে দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১]

অপর হাদীসে এসেছে—

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلّٰى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَه مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মোতাবেক অজু করবে এবং সালাত আদায় করবে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[২]

উসমান ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

যে-ব্যক্তি আমার মতো এ রকম অজু করবে, অতঃপর দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, যাতে নিজের সাথে কোনোরূপ বাক্যালাপ করবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৩]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'উপর্যুক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী 'যাতে নিজের সাথে কোনোরূপ বাক্যালাপ করবে না'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—সে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং সালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো বিষয় নিয়ে ভাববে না বা কল্পনা করবে না। যদি তার মনে এমন কিছু চলে আসে, তাহলে আসামাত্রই তা এড়িয়ে যাবে। এতে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং হাদীসে বর্ণিত ফজিলত সে পেয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ। কারণ, এইটুকু কাজ তার ইচ্ছাকৃত কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে যে-সকল

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৯০৫; *সহীহুত তারগীব* : ২২১ হাদীসটি সহীহ

[২] *সুনানুন নাসায়ী* : ১৪৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৯৬, হাদীসটির সহীহ

[৩] *সহীহ বুখারী* : ১৫৯

ভাবনার উদয় হয় কিন্তু স্থায়িত্ব পায় না, এই উম্মতের জন্য সে-সব ক্ষমাযোগ্য।'[১]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন—

'ওপরের হাদীসে গুনাহ মাফ দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে; কবীরা গুনাহ নয়। অধিকন্তু প্রত্যেকবার অজুর পর দুই বা ততধিক রাকআত সালাত আদায় করাও মুস্তাহাব প্রমাণিত হলো। আর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।'[২]

৩. সালাতের সময় হলে উত্তমরূপে অজু করে সালাত আদায় করা

খলীফা উসমান ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُه صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه

কোনো মুসলিম ব্যক্তির যখন কোনো ফরজ সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের জন্য উত্তমরূপে অজু করে, সালাতে বিনয় ও রুকূ উত্তমরূপে আদায় করে, তাহলে যতক্ষণ না সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।[৩]

অপর এক বর্ণনায় আছে নবীজি ﷺ বলেছেন—

لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا

যেই মুসলিম ব্যক্তি অজু করবে এবং অজুকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই সালাত ও তার পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৪]

---

[১] *শারহু সহীহ মুসলিম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৮

[২] *শারহু সহীহ মুসলিম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩] *সহীহ মুসলিম* : ৫৬৫

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ৫৬২

৪. ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা

জামাআতে সালাত আদায়কালে ইমাম সাহেব যখন 'গাইরিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বো-ল্লীন' বলবেন, তখন 'আমীন' বলা সুন্নাত।

যে-ব্যক্তি তখন 'আমীন' বলবে আর তার 'আমীন' বলার সাথে ফেরেশতাগণের 'আমীন' বলা যুক্ত হবে (কেননা, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে থাকে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদ্বূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বো-ল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে যুক্ত হয়, তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُه تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[২]

আরেক বর্ণনায় বলেন—

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

তোমাদের কেউ যখন সালাতে 'আমীন' বলে এবং ফেরেশতারাও আকাশে 'আমীন' বলেন, আর পরস্পরে 'আমীন' বলা সমস্বরে হয়, তখন তার পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।[৩]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৭৮২; *সহীহ মুসলিম* : ৯৪৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ৭৮০; *সহীহ মুসলিম* : ৯৪২

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; *সহীহ মুসলিম* : ৯৪২, ৯৪৪-৯৪৫

উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, জামাআতে সালাত আদায়ের সময় ইমাম সাহেবের সূরা ফাতিহা শেষে মুক্তাদী যখন পূর্ণ মনোযোগ, ভীতি ও একনিষ্ঠতা সহকারে আমীন বলে এবং একই সময়ে ফেরেশতারাও তার সাথে আমীন বলে তখন তার পূর্বের সকল সগীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যদি তার আমলনামায় সগীরা গুনাহ না থাকে তাহলে তার কবীরা গুনাহ (যদি থাকে) হালকা করে দেওয়া হবে, ইন শা আল্লাহ।[১]

৫. রুকূ থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা

জামাআতের সাথে সালাত আদায়কালে ইমাম যখন রুকূ থেকে ওঠার সময় 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন মুক্তাদী 'আল্লা-হুম্মা রববানা- লাকাল হাম্‌দ' বললে তার বিগত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে নবীজি ﷺ বলেছেন—

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

যখন ইমাম 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'আল্লা-হুম্মা রববানা- লাকাল হাম্‌দ' বলো। কেননা, (তখন ফেরেশতারাও এই দুআ পাঠ করে থাকে।) যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যায়, তার বিগত জীবনের সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হয়।[২]

৬. রামাদানের সিয়াম পালন করা

ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় কেউ যদি রামাদান মাসের ফরজ সিয়াম পালন করে তাহলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

---

[১] *মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব*, পৃষ্ঠা : ২৩

[২] *সহীহ বুখারী* : ৭৯৬; *সহীহ মুসলিম* : ৯৪০

যে-ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রামাদানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১]

৭. রামাদানে কিয়ামুল লাইল আদায় করা

রামাদান মাসে কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করলে বিগত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

যে-ব্যক্তি রামাদানের রাতে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[২]

ইবনু হাজার আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ[৩] বলেন—

'হাদীসের বাহ্যিক অর্থ সগীরা-কবীরা সকল গুনাহকে শামিল করে। ইবনুল মুনযির এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম নববীর মতে, এ হাদীস শুধু সগীরা গুনাহের জন্য নির্ধারিত। ইমামুল হারামাইনও একই মত পোষণ করেছেন। কাজী ইয়ায এ মতকে আহলুস সুন্নাতের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আমলনামায় সগীরা গুনাহ না থাকলে কবীরা গুনাহ (যদি থাকে) হালকা করে দেওয়া হয়।'[৪]

৮. লাইলাতুল কদরের সালাত আদায় করা

লাইলাতুল কদর তথা শবে কদরের রাতে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করলে পূর্বেকার সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা ﷺহতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৮, ২০১৪; *সহীহ মুসলিম* : ১৮১৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ৩৭, ২০০৯; *সহীহ মুসলিম* : ১৮১৫-১৮১৬

[৩] জন্ম : ৭৭৩ হিজরী - মৃত্যু : ৮৫২ হিজরী

[৪] *ফাতহুল বারী*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫১

যে-ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১]

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্টভাবে প্রতিবছর ২৭রামাদানের রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে নির্ধারণ করার কোনো ভিত্তি নেই। ২৭তারিখও হতে পারে আবার ২১, ২৩, ২৫ বা ২৯ রামাদানের রাতও কদরের রাত হতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন—

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

তোমরা রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।[২]

৯. ইসলাম গ্রহণ করা

কোনো অমুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার পূর্বের সকল গুনাহ ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

যারা কুফরি করেছে আপনি তাদের বলে দেন, যদি তারা এর থেকে বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে সব ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যদি তা পুনরায় করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো গত হয়েছে।[৩]

আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُه يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৯০১, ২০১৪; *সহীহ মুসলিম* : ১৮১৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ২০১৭

[৩] সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৮

বান্দা যখন উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎকাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক তার সমপরিমাণ মন্দ প্রতিফল দেওয়া হয় (এর বেশি নয়)। অবশ্য আল্লাহ যদি মাফ করে দেন তবে সেটা ভিন্ন কথা।[১]

আম্‌র ইবনুল আস ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নিজেই বলেন—

أَتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَه قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِى قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِى قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه؟ وَأَنّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه ؟

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দেন, আমি বায়আত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আম্‌র, কী ব্যাপার? আমি বললাম, তার আগে আমার একটি শর্ত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত? আমি বললাম, আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন, আম্‌র, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? হিজরত পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ পূর্বেকার সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়?[২]

অন্য যে-কোনো ধর্ম বা নাস্তিক্যবাদ ছেড়ে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার পূর্বের ছোট-বড় সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। তা কুফরি হোক, শিরক হোক, যা-ই হোক না কেন। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'এ হাদীস দ্বারা ইসলাম গ্রহণ, হিজরত করা ও হজের মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব সাব্যস্ত হয়। আর এগুলোর প্রত্যেকটি পূর্বের জীবনের সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।'[৩]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪১

[২] *সহীহ মুসলিম* : ৩৩৬

[৩] *শারহু সহীহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩১৮

১০. হিজরত করা

হিজরত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন তেমনই অসংখ্য সাহাবী মক্কা থেকে হাবাশায় এবং মদীনায় হিজরত করেছেন। হিজরতও পূর্বের গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। আমর ইবনুল আস হতে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন—

وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا

হিজরত তার পূর্বের গুনাহসমুহ মুছে দেয়।[১]

১১. হজ করা

হিজরতের মতো হজও এর পূর্বের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়। আম্‌র ইবনুল আস হতে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন—

وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه

হজ পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।[২]

১২. খাওয়া-দাওয়ার পর নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে-ব্যক্তি খাওয়া শেষে এই দুআ পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِى هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّى وَلَا قُوَّةٍ

[আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যাত ত্ব'আ-মা ওয়া রঝাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিননী ওয়ালা ক্বুওওয়াহ]

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এই খাবার খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোনো উপায় ও সামর্থ্য ছাড়াই।[৩]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৩৩৬

[২] *সহীহ মুসলিম* : ৩৩৬

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০২৫; *শুআবুল ঈমান* : ৬২৮৫; *মুসনাদে আহমাদ; জামি তিরমিযী; ইবনু*

১৩. কাপড় পরার সময় নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা

নবীজি ﷺ বলেন, যে-ব্যক্তি কাপড় পরা শেষে এই দুআটি পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى كَسَانِى هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّى وَلَا قُوَّةٍ

[আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসানী হা-যাছ ছাওবা ওয়া রঝাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিননী ওয়ালা ক্বুওওয়াহ]

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এই কাপড় পরালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোনো উপায় ও শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই।[১]

যে আমলগুলো বান্দাকে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেয়

হাদীসে এমন কিছু আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা করলে মানুষ সেই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যায় যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে তার জন্ম হয়েছিল। তার মধ্যে থেকে কিছু আমল নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. অজু করে সালাত আদায় করা

নবীজি ﷺ বলেছেন—

مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَه فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِه وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِه ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَه كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِه مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِه مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِه مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَه إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِه مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِه مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَه بِالَّذِى هُوَ لَه أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِه كَهَيْئَتِه يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه

মাজাহ-এর বর্ণনায় শেষ শব্দ 'ওয়ামা তাআখ্খারা' নেই।

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০২৫; *শুআবুল ঈমান* : ৬২৮৫; হাদীসটির সনদ হাসান।

তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন অজুর পানি নিয়ে কুলি করে, নাকে পানি দেয় এবং তা পরিষ্কার করে, তখন তার মুখগহ্বর ও নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুসারে মুখমণ্ডল ধোয় তখন মুখমণ্ডলের চারিদিক থেকে সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দুই হাত কনুই সহ ধোয়, তখন তার উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙুল বেয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করলে উভয় পায়ের গুনাহগুলো আঙুল বেয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে এবং তার অন্তর আল্লাহর জন্য একাগ্র করে নেয়, তাহলে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যাবে যেন তার মা তাকে এখনই প্রসব করেছেন।[১]

অপর বর্ণনায় এসেছে—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُوْلُ إِلَّا إِنْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ

যখনই কোনো মুসলিম পূর্ণরূপে অজু করে সালাত আদায় করতে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা জেনে বুঝে মনোযোগ সহকারে আদায় করে, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতোই নিষ্পাপ হয়ে সালাত সম্পন্ন করে।[২]

২. সালাত আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া ও কষ্টকর সময়ে পূর্ণরূপে অজু করা

সালাত আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়ে পূর্ণরূপে অজু করা সম্পর্কে নবীজি ﷺ বলেছেন—

أَتَانِي رَبِّيْ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ رَبِّ لَا أَدْرِيْ فَوَضَعَ يَدَه بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِه كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৯৬৭

[২] *মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন* : ৩৫০৮; *তাবারানী* : ১৪৩৭০; *সহীহুত তারগীব* : ১৯০, হাদীসটি সহীহ।

আমার রব (স্বপ্নে) সর্বোত্তম সুরতে আমার নিকট আসলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, আমি বললাম, হে আমার রব, আমি উপস্থিত, আমি হাজির। তিনি প্রশ্ন করলেন, ঊর্ধ্বজগতের অধিবাসী ফেরেশতারা কী নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি উত্তর দিলাম, হে আমার রব, আমি জানি না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মাঝ বরাবর রাখলেন। তখন আমি এর শীতলতা আমার উভয় স্তনের মধ্যখানে (বুকে) অনুভব করলাম এবং পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা-কিছু রয়েছে, আমি তা জেনে ফেললাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, আমি বললাম, হে আমার রব, আমি আপনার সামনে উপস্থিত আছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসী ফেরেশতারা কী নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাব দিলাম, মর্যাদা বৃদ্ধি, পাপের ক্ষমা লাভ, পায়ে হেঁটে জামাআতে যোগদান, কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে অজু করা এবং এক ওয়াক্তের সালাত আদায় করার পর আরেক ওয়াক্তের সালাতের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে। যে-লোক এগুলোর হিফাজত করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণময় মৃত্যুবরণ করবে এবং এমনভাবে গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে যেন তার মা তাকে এখনই প্রসব করেছেন।[১]

হাফিজ ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ[২] বলেন—

গুনাহ মাফের উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, মসজিদে জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমআ আদায় করতে পায়ে হেঁটে যাওয়া। তবে এর জন্য বাড়ি থেকে অজু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে এবং সালাত আদায় করা ছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।[৩]

তিনি আরও বলেন—

এই হাদীসে জামাআত শেষে বসে থাকা বলতে পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করাকে বোঝানো হয়েছে। তবে এই বসে থাকার মধ্যে যিকির করা, পাঠ করা, জ্ঞানের কথা শোনা ও তা শিক্ষা দেওয়া এবং এই ধরনের যে-কোনো কাজ করা অন্তর্ভুক্ত।

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ৩২৩৩-৩২৩৫, হাদীসটি সহীহ, *সহীহুত তিরমিযী* : ২৫৮১

[২] জন্ম : ৭৩৬ হিজরী - মৃত্যু : ৭৯৫ হিজরী

[৩] ইবনু রজব আল-হাম্বালী, *ইখতিয়ারুল ঊলা ফী শারহি হাদীসি ইখতিসামিল মালাইল আ'লা*-এর গুনাহ মাফের দ্বিতীয় কারণ শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

৩. বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায় করা

ফিলিস্তিনে অবস্থিত বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায় করার বিষয়ে নবীজি ﷺ বলেছেন—

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلام لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلَاثَةً سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَه فَأُوتِيَه وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه فَأُوتِيَه وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَه أَحَدٌ لَا يَنْهَزُه إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَه مِنْ خَطِيئَتِه كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه

সুলায়মান ইবনু দাউদ ﷺ যখন বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন : ১। তিনি যেন সর্বদা এমন ফায়সালা করেন—যা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক হয়। এটা তাকে প্রদান করা হলো। ২। তাকে যেন এমন বিশাল রাজ্য প্রদান করা হয়, যার অধিকারী তার পরবর্তী সময়ে আর কেউ হবে না। এটাও তাকে দেওয়া হলো। ৩। মসজিদের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলেন, যে-ব্যক্তি এখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমন করবে, তাকে যেন পাপ থেকে ওই দিনের মতো মুক্ত করা হয়, যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।[১]

৪. হজ করা

হজ করলে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন—

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه

যে-ব্যক্তি সর্বপ্রকার যৌনাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করল, সে এমন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরবে, যাকে তার মা এইমাত্র প্রসব করেছেন।[২]

---

[১] *সুনানুন নাসায়ী* : ৬৯৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৪০৮, হাদীসটি সহীহ

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৫২১; *সহীহ মুসলিম* : ১৮২০

হাদীসে দুটি শব্দ এসেছে, 'রাফাস' ও 'ফিসক'। রাফাস' অর্থ হলো স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন বা এর প্রাথমিক কাজ করা ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা। আর 'ফিসক' অর্থ হলো কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া।[১]

ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'এই হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে, হজকারীর সগীরা ও কবীরা গুনাহ এবং জীবন ও সম্পদের দায়ভারজনিত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'[২]

তবে মূল কথা হচ্ছে, হজে মাবরূর তথা কবুল হজের মাধ্যমে বান্দার অন্যায় আঘাত ও আর্থিক দায় রহিত হয়ে যায় না; বরং এর দ্বারা কেবল সাধারণ দুরাচারজনিত গুনাহ ও আদায়যোগ্য দায় আদায়ে বিলম্বের গুনাহ রহিত হয়।[৩]

আবদুর রওফ আল-মুনাভী রাহিমাহুল্লাহ[৪] বলেন—

'কবুল হজ বান্দার সগীরা-কবীরা গুনাহগুলো মাফ করবে; কিন্তু জীবন ও সম্পদের দায়ভারজনিত গুনাহ মাফ করবে না।'[৫]

মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ[৬] বলেন—

'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করতে চান এমতাবস্থায় যে, তার ওপর জীবন ও সম্পদের দায়ভারজনিত গুনাহ রয়েছে, তখন তার আমলনামা থেকে বিপুল পরিমাণ সাওয়াব কেটে নিয়ে পাওনাদার ব্যক্তিকে দান করেন, যা তার ক্ষমালাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে।'[৭]

---

[১] *মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব*, পৃষ্ঠা : ৩৫; এই দুটি পরিভাষার আরও অনেক অর্থ ও ব্যাখা রয়েছে।

[২] *ফাতহুল বারী*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩] *মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব*, পৃষ্ঠা : ৩৫

[৪] জন্ম : ৯৫২ হিজরী - মৃত্যু : ১০৩১ হিজরী

[৫] *ফায়যুল কাদীর*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৮

[৬] জন্ম : ৯৩০ হিজরী - মৃত্যু : ১০১৪ হিজরী

[৭] *মিরকাতুল মাফাতীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৮